প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

■■ শিক্ষকদের কথা ■■

মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন

মো: সিদ্দিকুর রহমান

দীর্ঘকাল থেকে বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টিতে নিষ্পেষিত প্রাথমিক শিক্ষকেরা যে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছেন, সেই হতাশা থেকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষকেরা বেতন-বৈষম্য বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। তাদের বলা হতো ৩৬ টাকার মাস্টার আজ কয়েক হাজার টাকা বেতন পাচ্ছেন। আর কত চাই? তাদের ধারণা দেওয়া হতো প্রাইমারি মানে 'প্রায় মরি' শিক্ষক হিসেবে। বুঝতেই দেওয়া হতো না যে, প্রাথমিক শিক্ষকেরা সকল শিক্ষিত জাতির জন্মদাতা। আজকে কিছুটা হলেও প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছেন, যার ফলে বেতন-বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষকেরা সফল আন্দোলন করতে সমর্থ হয়েছেন।

আজও প্রাথমিক শিক্ষকেরা বিশাল বৈষম্যের শিকার। প্রাথমিক শিক্ষকেরা সমযোগ্যতাসম্পন্ন ও একই কারিকুলামে পাঠদানরত পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চেয়ে মূল বেতন ২১০০ টাকা কম পান। সমযোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চেয়ে ৫৭০০ টাকা কম পান। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মনে করে, দীর্ঘকালের আকাশচুম্বি এ বেতন-বৈষম্য এখনই নিরসন করা সম্ভব নয় বিধায় আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সুপারিশ, যা মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন। তাই এ সুপারিশের স্বার্থে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও একমত পোষণ করে বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছে। অথচ সরকার এ ন্যূনতম সুপারিশ বাস্তবায়ন না করে সচিব কমিটির সুপারিশ মন্ত্রিপরিষদের সভায় অনুমোদন করে। এ অনুমোদিত বেতন স্কেল শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। এ সিদ্ধান্তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারি শিক্ষকদের দায়িত্বের প্রতি স্পৃহা কমে যাবে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অনীহা সৃষ্টি হবে।

এ স্কেলে প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষক। তাদের মাত্র ১টি স্কেলে ১০০ টাকা মূল বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা কেবল নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেলায় কার্যকর হবে। বেশির ভাগ সিনিয়র শিক্ষক এ স্কেলে কোনো সুবিধা পাবেন না। অথচ এ ক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি ৩০০০ টাকার স্কেলকে ৩৩০০ টাকার স্কেলে উন্নীত করার সুপারিশ করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ছিল ৪১০০ টাকার স্কেল। সচিব কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মন্ত্রিপরিষদের সভায় অনুমোদন করা হয় ৩৫০০ টাকার স্কেল, যা দুই স্কেল নিচে। এ স্কেলে প্রবীণ শিক্ষকেরা তেমন আর্থিক সুবিধা পাবেন না। যেখানে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রধান শিক্ষকের পদটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করেছে, অপরদিকে ১৬ বছর আগের সৃষ্ট সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টির বিষয়টি বর্তমানে নতুন করে প্রক্রিয়াধীন আছে, সেখান অনুমোদিত স্কেলটি উপরিউক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক গঠিত আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের কমিটির সিদ্ধান্তে আর্থিক সংশ্লেষ দাবি করা হয় ৬১ কোটি টাকা। সে ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী ৭৫ কোটি টাকা ছাড় দিয়েছেন। বেশি টাকা ছাড় দেওয়ায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল আরও উন্নীত হওয়ার কথা, সেখানে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের চেয়ে কম বেতন স্কেল প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এ বেতন স্কেলের ফলে শুধু নতুন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি পাবে, যাদের সংখ্যা ২০ হাজারের অধিক নয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের এ ক্ষোভ দূর করা না হলে ধীরে ধীরে তা সংক্রমিত হয়ে ২০ লাখ শিক্ষক পরিবারের সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে যাবে গ্রামগঞ্জের আনাচে-কানাচে। এ বিষয়টি প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের মোটেই কাম্য নয়। অর্থমন্ত্রীর পর্যাপ্ত টাকা ছাড় দেওয়ার পরও আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ৩৩০০ টাকা ও প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ৪১০০ টাকা স্কেল দেওয়ার প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়।

এ ছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ ধর্মঘটকালীন সরকারের পক্ষে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের প্রতি তার গভীর মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। অথচ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ধর্মঘটী শিক্ষককে জোরপূর্বক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং বেতন কর্তনের হুমকি দিচ্ছেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য দূরীকরণে মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রাথমিক শিক্ষকদের একমাত্র ভরসা।

মো. সিদ্দিকুর রহমান: সভাপতি, ঢাকা মহানগরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও [illegible]